প্রেস রিলিজ

২০২০ সালের ৪ মে থেকে আরও দুসপ্তাহ লকডাউন অগ্রগতি

1. লকডাউন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কোভড -১৯ পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্য লাভ করেছে ; একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করার পরে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (এমএইচএ), ভারত সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এর অধীনে আজ আদেশ জারি করেছে, লকডাউনটিকে আরও ২ সপ্তাহের জন্য আরও বাড়িয়ে ২০২০ সালের ২০ মে ছাড়িয়েছে। এমএএচএ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রনের জন্য নতুন নির্দেশিকাও জারি করেছে এই সময়ের মধ্যে কার্যক্রমগুলি রেড (হটস্পট), সবুজ এবং কমলা জোনগুলিতে দেশের জেলাগুলির ঝুঁকিপূর্ণ প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে। নির্দেশিকা গ্রীন এবং অরেঞ্জ অঞ্চলগুলিতে পড়া জেলাগুলিতে যথেষ্ট শিথিলতার অনুমতি দিয়েছে।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (এম.ও.এইচ.এফ.ডাব্লু), গোল. কর্তৃক জারি করা ৩০ শে এপ্রিল, ২০২০-এর চিঠিতে লাল, সবুজ ও কমলা অঞ্চল হিসাবে জেলা চিহ্নিতকরণের মানদণ্ডগুলি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আজ অবধি জিরো নিশ্চিত হওয়া মামলা সহ জেলাগুলি বা, গত 21 দিনের মধ্যে কোনও নিশ্চিত মামলা নেই এমন জেলাগুলি হবে গ্রীন অঞ্চল। রেড অঞ্চল হিসাবে জেলাগুলির শ্রেণিবদ্ধকরণ মোট সক্রিয় মামলার সংখ্যা, জেলা থেকে নিশ্চিত হওয়া মামলার দ্বিগুণ হার, পরীক্ষার পরিমাণ এবং নজরদারি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করবে। যেসব জেলা, না লাল বা সবুজ হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে, তারা কমলা অঞ্চল হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ হবে। রেড, গ্রিন এবং অরেঞ্জ অঞ্চলগুলিতে জেলাগুলির শ্রেণিবিন্যাস এম.ও.এইচ.এফ.ডাব্লু স্টেটস এবং ইউনিয়ন টেরিটরিগুলির (ইউটি) সাথে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বা তার আগে প্রয়োজনীয় হিসাবে ভাগ করবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি অতিরিক্ত জেলাগুলিকে রেড এবং অরেঞ্জ অঞ্চল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে তবে তারা রেড বা অরেঞ্জ

অঞ্চলগুলির তালিকায় এম.ও.এইচ.এফ.ডাব্লু দ্বারা অন্তর্ভুক্ত কোনও জেলার শ্রেণিবিন্যাসকে কমিয়ে দিতে পারে না।

৩. দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় তাদের সীমানার মধ্যে এক বা একাধিক পৌর কর্পোরেশন (এমসি) রয়েছে। দেখা গেছে যে এম.সি.তে বেশি জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ফলস্বরূপ লোকদের মধ্যে আন্তঃ মিশ্রণের কারণে এমসির সীমানায় COVID-19 এর ঘটনাগুলি জেলার অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশি। নতুন নির্দেশিকাগুলিতে, সুতরাং, সরবরাহ করা হয়েছে যে এই জাতীয় জেলাগুলিকে দুটি জোনে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে, অর্থাৎ এম.সি.র সীমানার আওতাধীন অঞ্চলের জন্য একটি; এবং, এম.সি.র সীমানা ছাড়িয়ে আসা অঞ্চলের জন্য আর একটি ।_ যদি এম.সি.র সীমানার বাইরের অঞ্চলটি গত 21 দিনের জন্য কোনও মামলা না করে থাকে, তবে এটি লাল বা কমলা হিসাবে জেলার সামগ্রিক শ্রেণিবিন্যাসের চেয়ে এক পর্যায় কম হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার অনুমতি পাবে । অতএব, এই অঞ্চলটি কমলা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে, যদি জেলা সামগ্রিকভাবে লাল হয়; বা সবুজ হিসাবে, যদি জেলা সামগ্রিক কমলা হয়। এই শ্রেণিবিন্যাসটি জেলার ওই অঞ্চলে আরও বেশি অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কার্যক্রম সক্ষম করবে, যা COVID-19-এর ঘটনা দ্বারা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এবং নিশ্চিত করেছে যে যথাযথ সতর্কতা অব্যাহত রাখা উচিত যাতে এই অঞ্চলগুলি COVID-19 ক্ষেত্রে মুক্ত থাকতে পারে । এই সরবরাহ কেবলমাত্র পৌর কর্পোরেশন (জ) থাকা জেলাগুলির ক্ষেত্রেই করা হয়েছে।

৪. COVID-19 এর বিস্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, দেশের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলি, এবং রেড এবং অরেঞ্জ অঞ্চলগুলির মধ্যে পড়ে , এগুলি কনটেইনমেন্ট জোন হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। এগুলি এমন অঞ্চল যেখানে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কিত জেলা প্রশাসনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হবে, সক্রিয় কেসের মোট সংখ্যা, তাদের ভৌগোলিক বিস্তার এবং অ্যাকাউন্টে প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে ভালভাবে সীমারেখা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা

বিবেচনা করা হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কনটেইনমেন্ট জোনের বাসিন্দাদের মধ্যে আরোগ্য সেতু অ্যাপ্লিকেশনটির 100% কভারেজ নিশ্চিত করবে। যোগাযোগের সন্ধান, ঘর থেকে বাড়ির নজরদারি, ঝুঁকি নির্ধারণের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের বাড়ি / প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারানটিনিং এবং ক্লিনিকাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কন্টেইনমেন্ট জোনগুলির তদারকি প্রোটোকলগুলি তীব্রতর হবে। যাতে এই জোনগুলিতে চিকিত্সা জরুরী অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহ বজায় রাখার জন্য ব্যতীত লোকজনের চলাচল না হয়, কঠোর পরিধি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার। কনটেইনমেন্ট জোনগুলির মধ্যে অন্য কোনও ক্রিয়াকলাপ অনুমোদিত নয়।

৫. নতুন নির্দেশিকা অনুসারে, অঞ্চল নির্বিশেষে সীমিত সংখ্যক কার্যক্রম সারা দেশে নিষিদ্ধ থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে বিমান, রেলপথ, মেট্রো এবং রাস্তা দিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চলাচল; স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক এবং প্রশিক্ষণ / কোচিং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা; হোটেল এবং রেস্তোঁরা সহ আতিথেয়তা পরিষেবা; সিনেমা হল, মল, জিমনেসিয়াম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স ইত্যাদির মতো বড় বড় সমাবেশের স্থান; সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ধরণের সমাবেশ; এবং, জনসাধারণের জন্য ধর্মীয় স্থান / উপাসনা স্থান। বিমান, রেল ও রাস্তা দিয়ে ব্যক্তিদের চলাচল নির্বাচনী উদ্দেশ্যে এবং এমএইচএ দ্বারা অনুমোদিত হিসাবে উদ্দেশ্যে অনুমোদিত।

৬. নতুন নির্দেশিকাতে ব্যক্তিদের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবং সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপেরও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং, সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যক্তিদের চলাচল সন্ধ্যা 7 টা থেকে সকাল 7 টার মধ্যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই উদ্দেশ্যে সিআরপিসির ১৪৪ অনুচ্ছেদের অধীনে নিষিদ্ধ আদেশ [কারফিউ] মতো উপযুক্ত বিধানগুলির অধীনে আদেশ জারি করবে এবং কঠোরভাবে সম্মতি নিশ্চিত করবে। সমস্ত অঞ্চলে, 65 বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিরা, সহ-অসুস্থ ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং 10 বছরের কম বয়সী শিশুরা প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ এবং স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে ব্যতীত বাড়িতেই থাকবেন। বহিরাগত

রোগী বিভাগগুলি (ওপিডি) এবং মেডিকেল ক্লিনিকগুলি সামাজিক দূরত্বের নিয়মাবলী এবং অন্যান্য সুরক্ষা সতর্কতার সাথে রেড, কমলা এবং সবুজ অঞ্চলগুলিতে পরিচালিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে; তবে কনটেইনমেন্ট জোনগুলির মধ্যে এগুলির অনুমতি দেওয়া হবে না।

7. রেড জোনে, কনটেইনমেন্ট জোনগুলির বাইরে, সারা দেশে নিষিদ্ধ হওয়া ছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। এগুলি হল: চক্র রিকশা এবং অটোরিকশা চালানো; ট্যাক্সি এবং ক্যাব সংযোগকারী চলমান; আন্তঃজেলা এবং আন্তঃজেলা বাসের চলাচল; এবং নাপিত দোকান, স্পা এবং সেলুন।

৮. রেড জোনে বিধিনিষেধ সহ কয়েকটি অন্যান্য কার্যক্রমের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি ও যানবাহনের চলাচলের অনুমতি কেবলমাত্র চক্রচালিত যানবাহনে সর্বাধিক 2 জন (চালক ছাড়াও) সাথে এবং চাকাচালনের ক্ষেত্রে কোনও পিলিয়ন যাত্রী ছাড়াই অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য অনুমোদিত। শহরাঞ্চলে শিল্প স্থাপনা, যেমন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড), রফতানিমুখী ইউনিট (ইইউ), শিল্প সম্পত্তি এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সহ শিল্প জনপদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত অন্যান্য শিল্পকর্মগুলি হল ওষুধ, ওষুধ, মেডিকেল ডিভাইস, তাদের কাঁচামাল এবং মধ্যস্থতা সহ প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির ইউনিটগুলি; উৎপাদন ইউনিট, যা অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন, এবং তাদের সরবরাহ চেইন; আইটি হার্ডওয়্যার উৎপাদন; পাট শিল্প অচল শিফট এবং সামাজিক দূরত্ব সহ; এবং, প্যাকেজিং উপাদানের উৎপাদন ইউনিট। নগর অঞ্চলে নির্মাণ কার্যক্রমগুলি সিটি-ইন-সিটু নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে (যেখানে কর্মীরা সাইটে উপস্থিত রয়েছে এবং বাইরে থেকে কোনও শ্রমিক আনার প্রয়োজন নেই) এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলি নির্মাণ করতে পারে। নগর অঞ্চলে দোকানগুলি, অ-প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির জন্য, মল, বাজার এবং মার্কেট কমপ্লেক্সগুলিতে অনুমোদিত নয়। তবে আবাসিক কমপ্লেক্সগুলিতে সমস্ত স্ট্যান্ডেলোন (একক) দোকান, পাড়া (কলোনি) দোকান এবং দোকানগুলি শহুরে অঞ্চলে অপরিহার্য এবং অপরিহার্য কোনও

পার্থক্য ছাড়াই উন্মুক্ত থাকার অনুমতি রয়েছে। রেড জোনে ই-কমার্স কার্যক্রম কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে অনুমোদিত অপরিহার্য বেসরকারী অফিসগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী 33% পর্যন্ত শক্তি নিয়ে কাজ করতে পারে, বাকী ব্যক্তিরা বাড়ি থেকে কাজ করে। সমস্ত সরকারী দফতর উপ-সচিবের স্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এবং তারপরে সম্পূর্ণ শক্তিতে এবং বাকী কর্মীরা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ৩৩% পর্যন্ত উপস্থিত থাকবেন। তবে, প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা সেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পুলিশ, কারাগার, হোম গার্ডস, সিভিল ডিফেন্স, ফায়ার অ্যান্ড জরুরী সেবা, দুর্যোগ পরিচালনা ও সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি, জাতীয় তথ্য বিজ্ঞান কেন্দ্র (এনআইসি), শুল্ক, ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন (এফসিআই), জাতীয় ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি), নেহেরু যুবক কেন্দ্র (এনওয়াইকে) এবং পৌর পরিষেবাদি কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই কাজ করবে; সরকারী সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী মোতায়েন করা হবে।

9. রেড জোনে প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ অনুমোদিত। MNREGA কাজ, খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এবং ইট-ভাটা সহ গ্রামীণ অঞ্চলে সমস্ত শিল্প ও নির্মাণ কার্যক্রম অনুমোদিত; এছাড়াও, গ্রামীণ অঞ্চলে, পণ্যগুলির প্রকৃতির সাথে কোনও পার্থক্য ছাড়াই, শপিংমল ব্যতীত সমস্ত দোকানগুলির অনুমতি রয়েছে। সমস্ত কৃষি কার্যক্রম, যেমন, বপন, কাটা, সংগ্রহ ও বিপণন ক্রিয়াকলাপগুলিতে কৃষি সরবরাহ চেইনে অনুমোদিত। অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক ফিশারি সহ পশুপালনের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত। সমস্ত গাছ লাগানোর ক্রিয়াকলাপগুলি তাদের প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন সহ অনুমোদিত। সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা (আয়ুশ সহ) এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে চিকিত্সা কর্মী এবং রোগীদের পরিবহণ সহ কার্যকর থাকবে আর্থিক খাতের একটি বড় অংশ উন্মুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং ফিনান্স সংস্থাগুলি (এনবিএফসি), বীমা এবং মূলধন বাজার কার্যক্রম এবং ঋণ সমবায় সমিতিগুলি। শিশু, প্রবীণ নাগরিক, গন্তব্য, মহিলা এবং বিধবা ইত্যাদির জন্য ঘরবাড়ি পরিচালনা; এবং অঙ্গনওয়াদীদের পরিচালনারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

জনসাধারণের ইউটিলিটিগুলি, যেমন, বিদ্যুৎ, জল, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেটের সুবিধাগুলি উন্মুক্ত থাকবে এবং কুরিয়ার এবং ডাক পরিষেবাগুলি পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হবে।

১০. বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের রেড জোনে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, আইটি এবং আইটি সক্ষম পরিষেবাগুলি, ডেটা এবং কল সেন্টারগুলি, কোল্ড স্টোরেজ এবং গুদামজাতকরণ পরিষেবাগুলি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং সুবিধা ব্যবস্থাপনার পরিষেবাগুলি, এবং স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সরবরাহ করা পরিষেবা, নাপিত বাদে ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ওষুধ, ফার্মাসিউটিক্যালস, মেডিকেল ডিভাইসগুলি, তাদের কাঁচামাল এবং মধ্যস্থতা সহ প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির উত্পাদন ইউনিট; উত্পাদন ইউনিট, যা অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন, এবং তাদের সরবরাহ চেইন; অচল শিফট এবং সামাজিক দূরত্ব সহ পাট শিল্প; এবং আইটি হার্ডওয়্যার উত্পাদন এবং প্যাকেজিং উপাদানের উত্পাদন ইউনিট অনুমোদিত হতে থাকবে।

১১. অরেঞ্জ অঞ্চলগুলিতে, রেড জোনে অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও ট্যাক্সি এবং ক্যাব সমবেতকারীদের কেবল ১ জন চালক এবং ২ জন যাত্রী নিয়ে অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যক্তি ও যানবাহনের আন্তঃজেলা চলাচল কেবলমাত্র অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপের জন্য অনুমোদিত। ফোর হুইলারের গাড়িতে চালকের পাশাপাশি সর্বোচ্চ দুজন যাত্রী এবং দ্বি-চাকার বাহনে পিলিয়ন রাইডিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে।

১২. গ্রিন জোনগুলিতে, অঞ্চল নির্বিশেষে সারা দেশে নিষিদ্ধ সীমাবদ্ধ সংখ্যা ব্যতীত সকল ক্রিয়াকলাপ অনুমোদিত। তবে বাসগুলি ৫০% পর্যন্ত বসার ক্ষমতা নিয়ে এবং বাস ডিপোগুলি 50% পর্যন্ত ক্ষমতা সহ পরিচালনা করতে পারে।

১৩. সমস্ত পণ্য ট্র্যাফিক অনুমতি দেওয়া হয়। কোনও রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সাথে চুক্তির অধীনে সীমান্ত-সীমান্তের আন্তঃদেশের বাণিজ্যের

জন্য কার্গো চলাচল বন্ধ করবে না। লকডাউন সময়কালে সারাদেশে পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এ জাতীয় চলাচলের জন্য কোনও পৃথক পৃথক পাসের প্রয়োজন নেই।

১৪. অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপের এই ক্রিয়াকলাপগুলির অনুমতি দেওয়া হবে, যা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ নয়, বা বিভিন্ন অঞ্চলে এই নির্দেশিকাগুলির আওতায় নিষেধাজ্ঞার অনুমতি রয়েছে। তবে, পরিস্থিতি তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং সিওভিড -১৯ এর বিস্তারকে অব্যাহত রাখার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি প্রয়োজনীয় বোধের মতো বিধিনিষেধের সাথে কেবল অনুমতিপ্রাপ্ত কার্যক্রমের বাইরে থেকে কেবলমাত্র নির্বাচন কার্যক্রমকেই অনুমতি দিতে পারে।

১৫. 3 মে, 2020 পর্যন্ত লকডাউন ব্যবস্থাগুলির নির্দেশিকাতে ইতিমধ্যে পরিচালনা করার অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও পৃথক / নতুন অনুমতির প্রয়োজন পড়বে না এমএইচএ কর্তৃক প্রদত্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকলগুলি (এস.ও.পি. গুলি) ট্রানজিট ব্যবস্থা যেমন চালিয়ে যাবে ভারতে বিদেশী জাতীয় (গুলি); পৃথক ব্যক্তিদের মুক্তি; রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে আটকে পড়া শ্রমের চলাচল; ভারতীয় সমুদ্রযাত্রীদের সাইন-অন এবং সাইন-অফ, আটকা পড়া অভিবাসী শ্রমিক, তীর্থযাত্রী, পর্যটক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সড়ক ও রেল পথ দিয়ে চলাচল।

১৬. রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত সরকারগুলি লকডাউন নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগের বাধ্যতামূলক এবং তারা দুর্যোগ পরিচালনা আইন, ২০০৫ এর অধীনে জারি করা এই নির্দেশিকাগুলি কোনওভাবেই কমিয়ে দেবে না।